কালের কণ্ঠ

আপডেট : ৩ অক্টোবর, ২০১৬ ০২:৫০  আজ বিশ্ব বসতি দিবস

ক্রমাগত বাড়তে থাকা জনসংখ্যার বসবাসের জন্য ঘরবাড়ি বানাতে গিয়ে কৃষিজমি কমছে বছরে প্রায় ১ শতাংশ হারে। জীবন-জীবিকার তাগিদে শহরমুখী জনস্রোত অব্যাহত থাকায় বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ছে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের শহর-নগরগুলো। এ রকম প্রেক্ষাপটে আজ সোমবার পালিত হচ্ছে বিশ্ব বসতি দিবস। প্রতিবছরের মতো এবারও দিবসটি পালন করতে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং অধীন প্রতিষ্ঠানগুলো বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে।

বিশ্ব বসতি দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ গতকাল এক বাণীতে নিরাপদ ও টেকসই আবাসন নিশ্চিত করার মাধ্যমে মানুষের জন্য নিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

পৃথক বাণীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগীদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রক্ষা করে পরিকল্পিত নগরায়ণ সৃষ্টিতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

**আবাসন সমস্যা সমাধানে গ্রামাঞ্চলে কমপ্যাক্ট টাউনশিপের ধারণাও গুরুত্ব পাচ্ছে। কমপ্যাক্ট টাউনশিপ হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ আধুনিক আবাসিক এলাকা, যেখানে সব ধরনের নাগরিক সুবিধা থাকবে। প্রতি পাঁচ হাজার পরিবারের জন্য এ রকম একটি করে মোট সাত হাজার টাউনশিপে ১৪ কোটি মানুষের আবাসন সম্ভব। এমন অভিমত কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশন নামের একটি সংস্থার।**

এবারের বসতি দিবসের স্লোগান ‘গৃহায়ণই উন্নয়নের কেন্দ্র’। দিবসটি উপলক্ষে আজ সকাল ৭টায় জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ এক শোভাযাত্রার আয়োজন করেছে। এটি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে শুরু হয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এসে শেষ হবে। এ ছাড়া সকাল ৯টায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিশ্ব বসতি দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা এবং দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে গণপূর্তের সম্মেলন কক্ষে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর আয়োজিত নগরায়ণ বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, সচিব মো. শহীদ উল্লা খন্দকারসহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ তিনটি অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে।

জানা যায়, ১৯৮৫ সালের ১৭ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে প্রতিবছরের অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবারকে ‘বিশ্ব বসতি দিবস’ হিসেবে উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর লক্ষ্য হচ্ছে বসবাসের পরিবেশ ও প্রত্যেকের জন্য বাসস্থান নিশ্চিত করা।